



222814 - বন্দিলোকেরে নামায কসর করা ও একত্রে আদায় করা কি জায়যে?

প্রশ্ন

আমার এক ছলে ইউনভার্সটিতে পড়ে। এক শান্তপূর্ণ বক্ষিগোভ মছিলি অংশগ্রহণ করার অভযোগে তাকে (পাঁচ বছর) ধরে জলে রাখা হয়েছে। সে তার এলাকা থেকে ১০০ কঃমিঃ দূরে জলে বন্দি আছে। প্রশ্ন হচ্ছে: জলেখানার এই পরিস্থিতিতে তাদরে জন্য নামায কসর করা ও একত্রে আদায় করা কি বধৈ হব?ে বশিষেতঃ তাদরেকে জুমার নামায পড়তে দয়ো হয় না। দশমাস যাবত তারা জুমার নামায পড়েনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যদি আটককৃত ব্যক্তিকে তার এলাকার বাইরে কসর পরিমাণ দূরে অবস্থি কন জলেখানায় রাখা হয় তাহলে তার হুকুম মুসাফরিরে হুকুম।

যদি সে ব্যক্তি না জানে যে, কখন সে জলেখানা থেকে বরে হব তাহলে সে নামায কসর করবনে এবং প্রয়োজন হলে দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করবনে; মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত কথি এ তথ্য জানা পর্যন্ত যে, তাকে চারদিনে বশে সময় জলেখানাতে থাকতে হব।

আর যদি সে ব্যক্তি জানে যে, তাকে চারদিনে বশে সময় জলে থাকতে হব; উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি এ চয়ে বশে সময় জলে থাকার রায় হয়েছে—অধিকাংশ ফকাহদি আলমেগরে মতে, সে ব্যক্তি সফররে সুযোগগুলো গ্রহণ করব না।

সফররে সুযোগগুলো গ্রহণরে দূরত্ব অধিকাংশ ফকাহদি আলমেরে মতে, প্রায় ৮০ কঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ দূরত্ব বা এর চয়ে বশে দূরত্ব সফর করবনে তিনি সফররে সুযোগগুলো নতি পারনে, যমেন— তিনিনি তনিরাত মজার ওপর মাসহে করা, নামাযগুলো একত্রে আদায় করা ও কসর করা এবং রমযান মাসে রোযা না-রাখা।

আর যে মুসাফরি কন এক শহরে অবস্থান করছনে কনিতু সে জানে না কখন তার কাজ শেষ হব এবং সে সখনে অবস্থান করার জন্য কন সময় নরিদষ্টি করনে—এমন ব্যক্তি সফররে সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারনে; এমনকি তার অবস্থানকাল অনকে দীর্ঘ হলেও।



ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনা' গ্রন্থে (২/২১৫) বলেন:

যে ব্যক্তি ২১ ওয়াক্ত নামাযের চয়ে বশেী সময় অবস্থানের মনস্থির করেনি সে ব্যক্তি কিসর করতে পারনে। এমনকি তিনি যদি কোন কাজ শেষ করার তাগদিকে কথিবা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কথিবা শাসক তাকে আটক রাখার কারণে কথিবা অসুস্থতার কারণে বছরে পর বছর থেকে যান তবুও। কসররে সময়ের চয়েও কম সময়ের মধ্যে কাজটি নিষ্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকার পর যদি স্বল্প সময়ে কথিবা বশেী সময়ে কাজটি নিষ্পন্ন হওয়ার প্রবল ধারণা হয় তবুও হুকুমে হেরেফরে হবে না।

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলেন: আলমেগণ ইজমা করছেন যে, মুসাফরি যদি মুকীম হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাহলে সে যদি বছর বছর থেকে যায় তবুও সে মুসাফরি। [সমাপ্ত] দেখুন: 105844 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

জলেরে সলে আটক ব্যক্তিদের উপর জুমার নামায আদায় করা ফরয নয়। যদি জলেরে ভতেরে জুমার নামায আদায় করার সুযোগ থাকে তাহলে তাদের উপর ওয়াজবি হবে। প্রত্যকে সলেরে বন্দরি নজি নজি সলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করবে; যদি জলেখানার মসজদিকে গিয়ে নামায পড়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর না হয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

"উচ্চ-উলামা-পরষিদ জলেখানার বিভিন্ন সলে অবস্থানরত বন্দদেরকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে একই ইমামেরে অধীনে জামাতে নামায ও জুমার নামাযে একত্রতি করার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে ফতোয়া দিয়েছেন। যহেতে জুমার নামায তাদের উপর ফরয নয়। যহেতে তাদের পক্ষে জুমার নামাযেরে উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়া সম্ভবপর নয় এবং আরও অন্যান্য কারণে।

প্রত্যকে সলেরে বন্দগিণ তাদের নজি নজি সলেরে ভতেরে জামাত করে নামায আদায় করবে; যদি তাদের সকলকে এক মসজদিকে বা একস্থানে একত্রতি করা না যায়।" [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১২/১৫৫-১৫৬)]

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

"যদি জলেখানার ভতেরে জুমার নামায আদায়েরে ব্যবস্থা করা হয় এবং সে -অর্থাৎ বন্দ ব্যক্তি- যদি সটো আদায় করার সাধ্য রাখে তাহলে তার উপর জুমার নামায পড়া ফরয হবে। আর যদি আদায় করার সাধ্য না রাখে তাহলে সে যহেরেরে নামায আদায় করবে।" [ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মি (৮/১৮৪) থেকে সমাপ্ত]

আর জলে আটক ব্যক্তিগণেরে বিরুদ্ধে যদি রায় হয়ে যায় এবং এ রায় যে জলেখানায় বাস্তবায়তি হবে সেখানে তাদের



অবস্থান করা স্থতিশীল হয়ে যায় তখন তাদের হুকুম মুকীম ব্যক্তির হুকুম; তারা নামায কসর করা, নামাযগুলো একত্রে আদায় করা কথিবা রমযান মাসে রোযা না-রাখা ইত্যাদি সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন না। প্রত্যেকে সলোরে বন্দগিণ নজি নজি সলোরে জামাতের সাথে নামায আদায় করবেন। তাদের উপর জুমার নামায ফরয নয়; তবে যদি জিলে কর্তৃপক্ষ জলেখানার মসজিদে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়ে তাহলে ফরয হবে।

আর যদি তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তারা জানে না আগামীকাল তারা কোথায় থাকবে এবং জিলে কর্তৃপক্ষ প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে এক জিলে থেকে অপর জিলে স্থানান্তর করে থাকেন তাহলে এমন বন্দগিণ সফররে সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ তাদের জন্য নামায কসর করা ও একত্রে আদায় করা জায়যে হবে।

আমরা আল্লাহর তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনে মজলুম বন্দদিরেকে মুক্ত করে দেন, বপিদগ্রস্ত মুসলমানদেরে বপিদ দূর করে দেন।

আরও জানতে পড়ুন: [81421](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।